

সালাত যখন খুশবু ছড়ায়

ভাষান্তর : ফরহাদ খান নাজিম

গ্রন্থনা

লাইফ উইথ আল্লাহ্ টিম



গার্ডিঘান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

খুশু : সালাতের নির্যাস

◆ আল্লাহর জন্য হোক আমার হৃদয়	১৩
◆ দীনদারিয়াত : মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড	১৫
◆ আল্লাহওয়াল্লা অস্তর : দুনিয়ার জান্নাত	১৬
◆ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ	১৭
◆ খুশু কী	১৮
◆ আসুন বিনয়ী হই	২১
◆ সালাতে খুশুর গুরুত্ব	২১
◆ দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করাই কি যথেষ্ট	২৪
◆ খুশুর ফজিলত	২৫
◆ সালাতে খুশুর উপকারিতা	২৬
◆ সালাতের খুশু : আত্মার খুশি	৩১
◆ নবিজির সালাত, নবিজির খুশু	৩২
◆ আশ্চর্যের বিষয়	৩৩
◆ আপনি কোন প্রকারভুক্ত	৩৬
◆ নিফাকি খুশু	৩৭
◆ গুনাহের ব্যাপারে লজ্জিত এবং গুনাহের পুনরাবৃত্তি না করার প্রতিজ্ঞা	৪১
◆ ঈমান শক্তিশালী করার কয়েকটি উপায়	৪২

খুশুসহ সালাত আদায় করার উপায়

সালাতের পূর্বে ১০টি করণীয়

১. সালাতের গুরুত্ব অনুধাবন	৪৩
২. আল্লাহর পরিচয় লাভ	৪৫
৩. গুনাহ ছেড়ে দেওয়া এবং চোখ, জিহ্বা ও হৃদয় হেফাজত	৫২
৪. হৃদয়কে নরম করা	৫৫

৫. ব্যক্তিগত ইবাদতে সময় বেশি দেওয়া	৪৮
৬. আল্লাহর কাছে খুশির জন্য প্রার্থনা এবং হাল না ছাড়া	৬০
৭. মসজিদে যাওয়ার আদব রক্ষা এবং আজানের জবাব দেওয়া	৬৩
৮. সালাতে দেরি না করা, যথাসময়ে সালাত আদায়	৬৮
৯. সুন্নত সালাতসমূহের ব্যাপারে যত্নবান	৭০
১০. মনোযোগে বিচ্যুতি ঘটায়, এমন জিনিসগুলো দূরে রাখা	৭২

সালাতে খুশি অবলম্বনের উপায়

সালাতের ভেতর ১০টি করণীয়

১. শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করা	৭৬
২. সালাতে যা পড়া হচ্ছে, তার অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা	৭৯
৩. সালাতে ভিন্ন ভিন্ন দুআ ও সূরা তিলাওয়াত	৮৩
৪. সালাতে তাদাক্বুরের সঙ্গে কুরআন তিলাওয়াত	৮৩
৫. ধীরস্থিরভাবে সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত	৯২
৬. ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় ও সালাত দীর্ঘ করা	৯৫
৭. সালাতের ভেতরে ও বাইরে মৃত্যু ও আখিরাতের কথা স্মরণ	৯৯
৮. আমরা আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছি আর তিনি জবাব দিচ্ছেন	১০১
৯. গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে সালাত আদায়	১০৪
১০. সালাতে খুশির রহস্য : সবটুকু মনোযোগ আল্লাহতে নিবদ্ধ করা	১১১

সালাত

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এক রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা

◆ সর্বশক্তিমানের দরবারে হাজিরা	১১৫
◆ মিসওয়াক	১১৬
◆ অজু	১১৬
◆ তাহিয়্যাতুল অজু	১২০
◆ কিবলামুখী হওয়া ও দুই হাত ওঠানো	১২১
◆ তাকবির	১২১
◆ কিয়াম	১২৩
◆ আউজুবিল্লাহ পাঠ করা	১৩০

◆ বিসমিল্লাহ বলা	১৩২
◆ সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা	১৩২
◆ সূরা ফাতিহা : আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন	১৩৪
◆ সূরা ফাতিহা : সর্বোত্তম দুআ	১৩৫
◆ আর-রহমান ও আর-রহিম-এর মধ্যে পার্থক্য	১৩৭
◆ আমিন	১৪৯
◆ সালাতে কুরআন তিলাওয়াত	১৪৯
◆ রুকু	১৫০
◆ রুকুর রহস্য	১৫১
◆ সালাতে পঠিত দুআগুলো মুখস্থ রাখার কিছু টিপস	১৫৫
◆ আমার আত্মসমর্পণ কি ক্ষণিকের নাকি স্থায়ী	১৫৫
◆ রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো	১৫৬
◆ সিজদা	১৫৯
◆ সিজদার সাত উদ্দেশ্য	১৬০
◆ সিজদায় পঠিত দুআসমূহ	১৬৫
◆ সিজদা : দুআ করার মোক্ষম সময়	১৬৭
◆ তিলাওয়াতে সিজদা	১৬৮
◆ দুই সিজদার মাঝখানে	১৬৮
◆ তাশাহুদ	১৭০
◆ নবিজির ওপর দরুদ পাঠ	১৭৪
◆ দুআ	১৭৮
◆ সালাম : এক মহাযাত্রার পরিসমাপ্তি	১৮২
◆ কুনুত	১৮৪
◆ সালাতপরবর্তী দুআসমূহ	১৮৫
সূরা ইখলাস	১৮৯
সূরা ফালাক	১৮৯
সূরা নাস	১৮৯
ফজর ও মাগরিবের পর সাতবার করে	১৯০
ফজরের পর	১৯১
বিতরের পর তিনবার	১৯১

খুশু : সালাতের নির্যাস

আল্লাহর জন্য হোক আমার হৃদয়

কে আমি? কোথায় যাচ্ছি? আমার জীবনের উদ্দেশ্যই-বা কী?

কখনো কখনো এই প্রশ্নগুলো আমাদের ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে। আল্লাহ বলেন— ‘আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।’^১ সুতরাং এককথায়, আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগি করা।

ইবাদত বা বন্দেগি একটি বহু অর্থবোধক শব্দ। যার অর্থ হচ্ছে, এমন কাজ করা ও এমন কথা বলা, যাতে আল্লাহ তায়ালা রাজি-খুশি হন। ইবাদত দুই ধরনের—

ক. শারীরিক, যা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে করা হয়।

খ. আত্মিক তথা অন্তরের ইবাদত। যেমন : ঈমান, মারেফত, ইখলাস, সাধুতা, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, খাওফ, রজা তথা আশা, শোকর, সবর, হুব্ব তথা ভালোবাসা, শাওক তথা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য উদ্বীথ থাকা ও ইয়াকিন।

প্রতিটি আমলের দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে—এর বাহ্যিক দিক, আরেকটি অভ্যন্তরীণ। আমলের অভ্যন্তরীণ দিকই হচ্ছে ইবাদতের মূল সারনির্যাস। যেমন : বাহ্যিকভাবে সালাত হচ্ছে রুকু-সিজদার সমষ্টি; কিন্তু এর মূল সারনির্যাস হচ্ছে খুশু।

আবার রোজার বাহ্যিক দিক হচ্ছে পানাহার থেকে বিরত থাকা; কিন্তু এর মূল নির্যাস হচ্ছে তাকওয়া অর্জন।

আবার তাওয়াফ, আরাফার ময়দানে অবস্থান করা, জামরায় পাথর নিক্ষেপ ইত্যাদির মাধ্যমে হজের বহিঃপ্রকাশ বোঝা যায়; কিন্তু এর মূল নির্যাস হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করা।

হাত ওঠানো ও কাকুতিমিনতির মাধ্যমে বোঝা যায়, কেউ আল্লাহর নিকট দুআ করছে। কিন্তু দুআর মূল সার হচ্ছে—আল্লাহর কাছে অন্তরকে সঁপে দেওয়া এবং নিজেকে তাঁর ওপর নির্ভরশীল মনে করা।

মৌখিকভাবে সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করার মাধ্যমে জিকিরের বহিঃপ্রকাশ ঘটে; কিন্তু এর মূল সার হচ্ছে আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর ক্ষমার আশা এবং তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা।

আমলের বাহ্যিক পরিপাট্য সংরক্ষণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আমরা এর অভ্যন্তরীণ সুসমা-সার রক্ষা করতে ভুলে যাই। অন্যকথায়, আমলের বাহ্যিক রূপের প্রতি আমরা যতটা যত্নবান, আত্মার পরিশুদ্ধিতার ব্যাপারে ঠিক ততটাই বেখেয়াল!

আত্মার বন্দেগির ব্যাপারে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন—‘মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা করে পাঠানো হয়েছে। তার এই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র কারণ হচ্ছে, মানুষ আল্লাহকে চিনতে সক্ষম। আল্লাহর মারেফত তথা আল্লাহকে চিনতে পারার মধ্যেই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের সৌন্দর্য ও পূর্ণাঙ্গতা। আর এর মধ্যেই রয়েছে আখিরাতের খোরাক।

আল্লাহর মারেফত হাসিল করার একমাত্র অঙ্গ হচ্ছে হৃদয়। মানবদেহের আর কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কারণ, আল্লাহকে চেনা, তাঁর জন্য উদ্বীণ থাকা, তাঁর পথে সংগ্রাম ও তাঁর নৈকট্য হাসিল করা— এ সবকিছুই সম্ভব হয় আত্মার মাধ্যমে। এ ছাড়া শরীরের অন্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হৃদয়ের আঞ্জাবহ, হৃদয়ে যা বলে; শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তা-ই করে। মানুষের হৃদয়ে শুধু আল্লাহ থাকলেই সেই হৃদয়কে আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নেন। আর যখন হৃদয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুতে মজে থাকে, সে হৃদয় তাঁকে দেখতে পায় না। তাই আত্মার পরিশুদ্ধিতা নিশ্চিত করে আমলের গুণগত মান রক্ষা করাই হচ্ছে ইসলামের মূল ও সত্যশেষীদের অভীষ্ট লক্ষ্য।’

ইবনে রজব (রহ.) বলেন—‘অন্তরে যদি আল্লাহর মারেফত, তাঁর মহত্ত্ব, বড়োত্ব, ভালোবাসা, ভয়, সম্মম ও তাঁর ওপর নির্ভরতা না থাকে, তাহলে সেই অন্তর নির্জীব, অসুস্থ। এটাই হচ্ছে তাওহীদের মূল অর্থ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মূল সার নির্যাস।’

দ্বীনদারিয়াত : মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড

অন্তরের অবস্থার ওপর নির্ভর করে নির্ণীত হয় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন।’^২

তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর রাগ ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। শুধু শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যেই তাকওয়া সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—‘যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই।’^৩ একইভাবে আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজের বক্ষের দিকে নির্দেশ করে তিনবার বলেছিলেন—‘তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে।’ তাই একজন মুমিন শরীরের সাথে সাথে তার হৃদয়কেও আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে।

^২ সূরা হুজুরাত : ১৩

^৩ সূরা হজ : ৩২

খুশুসহ সালাত আদায় করার উপায়

সালাতের পূর্বে ১০টি করণীয়

নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করলে সালাতে খুশু অবলম্বন করা সহজ হয়। এর ১০টি করণীয় রয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই সালাতের বাইরে পালনীয়। খুশুর গুরুত্বের তুলনায় এই ১০টি করণীয় মোটেও বেশি নয়। তবুও হতে পারে, কোনো কোনোটি ইতোমধ্যে আপনি পালন করছেন। তাহলে এগুলোর মধ্যে যেগুলো পালন করতে পারছেন না, চেষ্টা করুন সেগুলো পালন করার। এগুলো পালনের ফলাফল আপনার আন্তরিকতার ওপর নির্ভর করবে। হতে পারে এই সবগুলো করণীয় একসঙ্গে বাস্তবায়ন করাটা কিছুটা কঠিন। তাই পরামর্শ হচ্ছে—একটা একটা করে শুরু করুন। এভাবে করে ধীরে ধীরে আপনি সবগুলোই পালন করতে সক্ষম হবেন। মজার ব্যাপার হলো, এই ১০টি করণীয় পালন করতে পারলে শুধু আপনার সালাতের মানই পরিবর্তন হবে না; সাথে সাথে আপনার জীবনযাত্রার চিত্রও পালটে যাবে।

১. সালাতের গুরুত্ব অনুধাবন

সালাতে খুশু অবলম্বনের প্রথম ধাপ হচ্ছে, সালাতের গুরুত্ব অনুধাবন। ইসলামে তাওহীদের পর সর্বপ্রধান আদেশ হচ্ছে সালাত। সালাত ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ, যা রব ও বান্দার মধ্যকার প্রধান সেতুবন্ধন। বিচারের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি সালাত ঠিক থাকে, তাহলে তার বাকি হিসাব হবে সহজ। যদি সালাতে গড়বড় থাকে, তাহলে সে ব্যক্তির ঠিকানা হবে জাহান্নাম!

একজন কাফির ও মুমিনের মধ্যকার প্রধান পার্থক্য হচ্ছে সালাত। সালাত সংরক্ষণ করার মাধ্যমে আমরা মূলত আমাদের ধর্মকে সংরক্ষণ করি। নিয়মিত সালাত আদায়ের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় আলোকিত হয়। চেহরায় নুর আসে। সর্বোপরি কবরের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। বিচার দিবসে সালাত আমাদের রক্ষায় এগিয়ে আসবে। পৌঁছে দেবে জান্নাত পর্যন্ত! আর যারা সালাত আদায় করে না, তাদের হাশর হবে ফেরাউন, কারণ, হামান, উবাই ইবনে খালফসহ নিকৃষ্টতম মানুষের সঙ্গে!

সালাত হচ্ছে অন্তরের পবিত্রতা। এটি মানুষের সকল পাপ মোচন করে দিয়ে তাকে পাক-পবিত্র করে তোলে। সালাত হচ্ছে মানুষের অক্সিজেন, যা ছাড়া কোনো মুমিন বেঁচে থাকতে পারে না। সালাত আদায় না করলে বাহ্যিকভাবে বেঁচে আছে বলে মনে হলেও আত্মিক দিক বিবেচনায় সে মানুষ মৃত!

মুসলমান যত ইবাদত করে, তার মধ্য থেকে সালাত অনন্য। কারণ, এই ইবাদতের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে ডেকে নিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই নবিজি সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই নির্দেশ পেয়েছিলেন।

মৃত্যুশয্যা থেকেও নবিজি সালাতের গুরুত্ব ভুলে যাননি। তিনি বারবার বলছিলেন—‘সালাত! সালাত! হে আমার উম্মতেরা, সালাত!’ জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নিজ উম্মতকে সালাত আদায়ে নিয়মিত হওয়ার ওসিয়ত করে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, যখন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.)-কে ছুরিকাঘাত করা হয়, একদল আনসারি সাহাবি তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যান। তিনি ছিলেন সকাল পর্যন্ত অচেতন। উপস্থিত একজন লোক বলল—‘আপনারা খলিফাকে সালাতের কথা বলা ছাড়া সজাগ করতে পারবেন না।’ তাই উপস্থিত সবাই খলিফাকে বললেন—‘হে আমিরুল মুমিনিন! সালাত।’

সালাতের কথা শুনে উমর (রা.) চোখ খুললেন। জিজ্ঞেস করলেন—‘লোকেরা কি সালাত আদায় করেছে?’ তারা সকলেই হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলে তিনি বললেন—‘যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দেয়, ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।’ তারপর তিনি তার ক্ষতসহ সালাত আদায় করেন।^৪

ইউনুস বিন উবায়দ (রহ.) বলেন—‘যখন কোনো বান্দা তার দুটি জিনিসকে ঠিক করে নেয়, তার বাকি সবকিছু ঠিক হয়ে যায়—সালাত ও জিহ্বা।’

আমরা কেন সালাত আদায় করি?

- জীবনের মূল উদ্দেশ্য পালনার্থে অর্থাৎ, আল্লাহর বন্দেগি করতে
- আল্লাহর আদেশ পালনার্থে
- আল্লাহকে স্মরণ করা ও তার নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে
- নিজেদের আল্লাহর মুখাপেক্ষী সাব্যস্ত করতে
- আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে
- রবের সঙ্গে একান্তে আলাপ করার জন্য
- কাফির ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে
- নিজেদের গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য
- আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য
- উভয় জাহানে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার লাভের আশায়
- আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করিয়ে নিতে

^৪ মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক

সালাতে খুশু অবলম্বনের উপায়

সালাতের ভেতর ১০টি করণীয়

জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—‘আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে জাতুর-রিকা নামক যুদ্ধে গমন করি। ফিরতি পথে তিনি রাতে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে অবতরণ করেন এবং বলেন—কে আছ, যে আমাদের পাহারা দেবে? তখন মুহাজিরদের মধ্য হতে একজন এবং আনসারদের মধ্য হতে একজন সাড়া দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা দুজন গিরিপথের চূড়ায় বসে পাহারা দেবে।

অতঃপর উক্ত ব্যক্তিদ্বয় সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর মুহাজির সাহাবি বিশ্রামের জন্য শুইয়ে পড়েন এবং আনসার সাহাবি নামাজে রত হন। তখন শত্রুপক্ষের ওই ব্যক্তি (স্ত্রীলোকটির স্বামী) সেখানে আগমন করে এবং মুসলিম বাহিনীর একজন গোয়েন্দা মনে করে তার প্রতি তির নিষ্ক্ষেপ করে। আর তা বিদ্ধ হয় আনসার সাহাবির শরীরে। তিনি তা দেহ থেকে বের করে ফেলেন। মুশরিক ব্যক্তি এভাবে পরপর তিনটি তির নিষ্ক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি রুকু-সিজদা করে (নামাজ শেষ করার পর) তাঁর সাথিকে জাগ্রত করেন।

অতঃপর সে ব্যক্তি সেখানে অনেক লোক আছে এবং তারা সতর্ক হয়ে গেছে মনে করে পালিয়ে যায়। পরে মুহাজির সাহাবি আনসার সাহাবির রক্তাক্ত অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন, সুবহানআল্লাহ! শত্রুপক্ষের প্রথম তির নিষ্ক্ষেপের সময় কেন আপনি আমাকে সতর্ক করেননি? জবাবে তিনি বলেন, আমি নামাজের মধ্যে (তন্ময়তার সাথে) এমন একটি সূরা পাঠ করছিলাম, যা শেষ না করে পরিত্যাগ করা পছন্দ করিনি।’^৫

আল্লাহ্ আকবার! আপনারা এবার সাহাবির খুশুর স্তর ভেবে দেখুন! আমরাও যদি সালাতে এ রকম আনন্দ পেতে চাই, তাহলে সালাতের বাইরে ও ভেতরে আমাদের বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই অধ্যায়ে এমনই ১০টি পদক্ষেপের কথা আলোচনা করব, যা সালাতের মধ্যে কাজে লাগাতে পারি। এর ফলে আমরা আমাদের সালাত উপভোগ করব এবং এর প্রকৃত স্বাদ আশ্বাদন করতে পারব।

১. শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করা

ধরুন, আপনি সালাত শুরু করলেন। হঠাৎ করে আপনার মনে হলো—ওহ আমার তো ওই জিনিসটা হারিয়ে গেছে অথবা ওই ম্যাসেজের রিপ্লাই তো দেওয়া হয়নি!

^৫ আবু দাউদ

নবিজি বলেছেন, সালাতে এই ধরনের চিন্তা মূলত শয়তানের ধোঁকা। শয়তান সব সময় আল্লাহর বান্দাকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য সচেষ্ট। আল্লাহ রাসূল (সা.) বলেছেন—‘যখন আজান দেওয়া হয়, শয়তান জোরে জোরে পাদতে পাদতে পলায়ন করে। ফলে সে আজানের শব্দ শুনতে পায় না। আজান শেষ হলে সে ফিরে আসে। এরপর ইকামত দেওয়া শুরু হলে সে আবারও পলায়ন করে। ইকামত শেষ হলে সে আবারও ফিরে আসে এবং মুসল্লিদের হৃদয়ে বিভিন্নভাবে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে। সে সালাতের মধ্যে মুসল্লিদের অন্তরে বিভিন্ন কথা মনে করিয়ে দেয় অথচ সালাতের পূর্বে এ বিষয়গুলো মনের ধারেকাছেও ছিল না। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এসব বিষয়ে চিন্তা করতে করতে কখনো এমনও হয়—মুসল্লি ভুলেই যায়, সে কয় রাকাত আদায় করেছে।’^৬

মুসল্লি যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন তাঁর ও রবের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ সৃষ্টি হয় তৈরি হয়। আর শয়তান সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় সেই সংযোগ ভেঙে দিতে। তাই সে বিভিন্ন ধরনের কুমন্ত্রণা নিয়ে হাজির হয়।

শয়তান হচ্ছে রাজপথের ডাকাতির মতো। বান্দা যত বেশি আল্লাহর কাছে যেতে চায়, শয়তান তত বেশি চেষ্টা করে তাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিপথগামী করতে। একজন সালাফকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—‘ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তাদের প্রার্থনার সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা পায় না। এর কারণ কী?’ তিনি বলেছিলেন—‘তুমি ঠিকই বলেছ। যারা আগে থেকেই বিপথগামী হয়ে আছে, শয়তান তাদের আর কি বিপথগামী করবে?’

আল্লাহর যে বান্দাই তাঁর দিকে ফিরে যেতে চাইবে, তাকেই শয়তান চেষ্টা করবে কুমন্ত্রণায় ফেলার। বিশেষ করে যখন কেউ সালাত আদায় করা শুরু করে, শয়তান চেষ্টা করে তার পুরো সালাতটাই নিজের কবজায় নিয়ে আসতে। মুসল্লি তখন শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করা শুরু করে। যুদ্ধ করতে করতে অনেকে সালাতের অর্ধেক উদ্ধার করতে পারে। আবার অনেকে আল্লাহর ইচ্ছায় পুরো সালাতটাই। আল্লাহ রাসূল (সা.) বলেছেন—‘মানুষ সালাত আদায় করে। কিন্তু সালাত আদায় শেষে ফিরে যাওয়ার সময় তাদের কেউ সালাতের দশ ভাগের এক ভাগ, নয় ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ; এমনকি অর্ধেক পর্যন্ত সাথে করে নিয়ে যেতে পারে।’^৭

^৬ বুখারি

^৭ আবু দাউদ